দৈনিক ইনকিলাব

২7-NOV-1996
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 1 ... ...

উপজেলা পরিক্রমা

দৌলতপুর

।। মোঃ সহিদুল ইসলাম।।

কুষ্টিয়া জেলার অবহেলিত উপজেলার নাম দৌলতপুর। এ উপজেলার উত্তরে রাজশাহী জেলা, পূর্বে ভোড়ামারা ও মীরপুর উপজেলা, দক্ষিণে গাংনী উপজেলা, পশ্চিমে ভারত। 'এ উপজেলায় নানা সমস্যা রয়েছে। উপজেলার আয়তন ২শ' ৫০ মাইল, ২শ' ৩৬টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। দৌলতপুর উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে মোট লোকসংখ্যা ৩ লাখ ৫শ' ৮০ জন। নানা সমস্যা জর্জরিত এ উপজেলায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি।

হাট বাজার

এ উপজেলার হাট বাজারগুলোর অবস্থা করুণ। সদর আল্লার দরগা, মথুরাপুর, ডাংসড়কা, প্রাগপুর, চিলমারী, সোনাতলা, খলিশাকুণ্ডি, বাড়া-গাংদিয়া, তারাগুনিয়া প্রভৃতি হাট-বাজারে রয়েছে স্থান সংকট। নর্দমার কোন সুব্যবস্থা নেই, ছোট ছোট গলিপথ ও তাঁছাড়া অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা দোকানপাটের ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। হাট-বাজার হতে হাজার হাজার টাকার নিয়মিত খাজনা আদায় করা হয়। তবে আদায়কৃত অর্থ কিভাবে ব্যবহার করা হয় অজ্ঞাত।

শিক্ষা

দৌলতপুর উপজেলার শিক্ষিতের হার তুলনামূলকভাবে একেবারে পিছিয়ে দৌলতপুর উপজেলায় বর্তমানে ১টি কলেজ, ২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০৩টি সরকারী ও ১৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭টি মাদ্রাসা, ১টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ও ৬টি কমিউনিটি সেন্টারের দ্বারা শিক্ষাদানের কাজ অব্যাহত আছে। তবুও এ পর্যন্ত পরিসংখ্যান রিপোর্ট অনুসারে শিক্ষিতের ১৩% হার দেশ ও সমাজের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক। এখানকার শিক্ষা পরিতিষ্ঠানসমূহ আসবাবপত্র, গৃহ প্রভৃতি সমস্যাসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এ সমস্যার কারণে শিক্ষা দানের বিঘ্নিত হচ্ছে।

কৃষি ব্যবস্থা

দৌলতপুর উপজেলার কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা একেবারে অনুন্নত। এখানকার দরিদ্র অসহায় লোকেরা এখনও চাতক পাখির মত আকাশের দিকে চেয়ে থাকে কখন বৃষ্টি হবে, মাঠে মাঠে সোনার ফসল ফলবে। কিন্তু মওসুমি বায়ুর খেয়ালীর জন্য কৃষকের ভাগ্যাকাশে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা।

উপজেলার আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮০ হাজার ১শ' ১০ একর। এ সমস্ত জমিতে ধান, পাট, তামাক, তুলা, আখ, গম, সরিষা, শাক-সব্জী, ফলমূল ইত্যাদির চাষ হয়ে থাকে।

জনস্বাস্থ্য

চিকিৎসা বিজ্ঞানে চরম উন্নতি সত্ত্বেও চিকিৎসা ক্ষেত্রে দৌলতপুর উপজেলাবাসীর অবস্থা আজ চরম সংকটাপন্ন।

যোগাযোগ

যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত করুণ। উপজেলায় ভাল রাস্তা না থাকায় গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ও পায়ে হেঁটে চলাচল করে আসছে বহুদিন থেকে। ফলে যোগাযোগ ক্ষেত্রে উপজেলাবাসীকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। দৌলতপুরে মোট ছোট বড় রাস্তা রয়েছে প্রায় ৯০০ মাইল। এর মধ্যে মাত্র ১৫ মাইল পাকা রাস্তা রয়েছে। যা ঐ উপজেলার মধ্য দিয়ে জেলার সদরের সাথে সংযোগ রয়েছে।

এই উপজেলায় আধাপাকা রস্তার পরিমাণ প্রায় ২৫ মাইল, তার অবস্থা অত্যন্ত করুণ, সঠিক পদক্ষেপ ও সংস্কার না নেয়ায় হেরিংবন রাস্তা নষ্ট হয়ে যায়।

এই উপজেলায় কাঁচা রাস্তার পরিমাণ ৮৬০ মাইল, এই উপজেলার জনসাধারণ পায়ে হেঁটে, ঘোড়ার গাড়ী ও রিক্সা ভ্যানে চলাচল করে।